শ্রেষ্ঠাংশে—

সাধনা বোস

সাগর মুভিটোনের

কুমকুম

এ সি. এ. পি. প্রোডাক্‌শান

KUMKUM : 1940

সাগর মুভিটোনের

বাঙলা ছবি

ঝুম্‌ঝুম্‌

পরিচালক

মধু বোস

কাহিনী

মন্মথ রায়

সুরশিল্পী

তিমিরবরণ

সোল ডিষ্ট্রিবিউটার্স

প্রাইমা ফিল্মস (১৯৩৮) লিঃ

কাহিনী
মন্মথ রায়
পরিচালনা
মধু বোস
আলোকচিত্র
জয়গোপাল পিলাই
শব্দ-নিয়ন্ত্রণ
শান্তিস্ প্যাটেল
সুরশিল্পী
তিমিরবরণ
নৃত্য-পরিকল্পনা
সাধনা বোস

সহকারী

দৃশ্য-পরিকল্পনা—সুধাংশু চৌধুরী
পরিস্ফুটন—গঙ্গাধর নার্ভেকার ও প্রাণজীবন সুকলা
গীতিকার—হেমন্ত গুপ্ত
সম্পাদনা—গোবিন্দ বনভালী

পরিচালনায়—হেমন্ত গুপ্ত
আলোকচিত্রে—মিনু বিলিমোরিয়া
শব্দ-নিয়ন্ত্রণে—রুবিন

*

কারুশিল্পী—রোডা মিত্রী
ধারাবাহী—অবনী মিত্র
রূপ-সজ্জাকর—কানাই মিত্র
স্থিরচিত্রশিল্পী—ঈশ্বরলাল

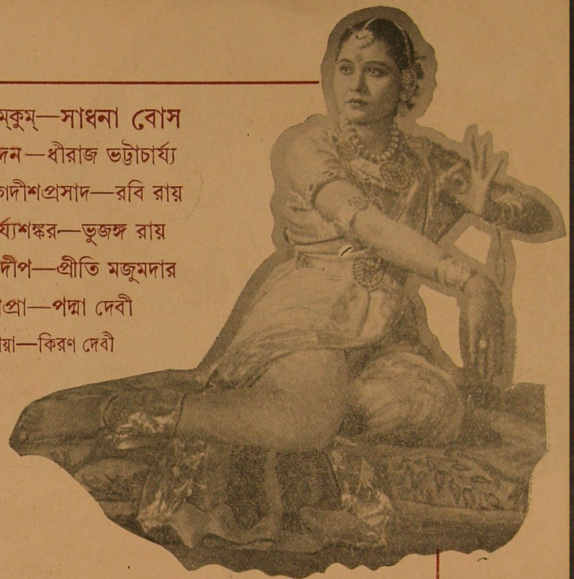

কুম্‌কুম্—সাধনা বোস
চন্দন—ধীরাজ ভট্টাচার্য্য
জগদীশপ্রসাদ—রবি রায়
সূর্য্যশঙ্কর—ভুজঙ্গ রায়
প্রদীপ—প্রীতি মজুমদার
শিপ্রা—পদ্মা দেবী
প্রিয়া—কিরণ দেবী

"পঞ্চ পাণ্ডব"—মণি চ্যাটার্জ্জি
শশধর চ্যাটার্জ্জি
যশোবন্ত আগাসী
ললিত রায়
সুশান্ত মজুমদার
শুক্লা—কুমারী বিনীত গুপ্তা
ষ্টেজ ডিরেক্টার—বেচু সিংহ
তিলোত্তমা—লাবণ্য দেবী
প্রাইভেট সেক্রেটারী—অবনী মিত্র

গল্পাংশ

"আজ আমাদের অন্ন নেই, বস্ত্র নেই, স্বাস্থ্য নেই, দেশে দুর্ভিক্ষ, মহামারী···। ·····দেশের, জাতির, আমাদের এই আর্ত্তনাদ, এই হাহাকার ধ্বনিত হ'ল যাত্রীর কণ্ঠে। নিরুদ্দেশের যাত্রী—সামনে তার সীমা-হীন, অন্তহীন পথ।·····

মঞ্চে চল্‌ছিল স্বনামধন্য ধনসাম্যবাদী নেতা ও সহরের প্রখ্যাতনামা ধনী জগদীশপ্রসাদের 'মহাক্ষুধা' নাটকের অভিনয়। দৃশ্যের পর দৃশ্য চলেছে—পূর্ণ প্রেক্ষাগারে দর্শকবৃন্দ সে অভিনয় দেখছে মুগ্ধ-বিস্ময়ে। সামনের আসনে স্বয়ং নাট্যকার জগদীশপ্রসাদ বসে আছেন। স্তাবক ও অনুগৃহীতের দল তার কর্ণকুহরে কূজন করছে প্রশংসার বাণী। গর্ব্বে জগদীশপ্রসাদের বুক হ'য়ে উঠছে স্ফীত।

ষ্টেজ-ম্যানেজারের মনটাও আজ প্রফুল্ল। এক বাড়ী লোক গম্ গম্ করছে।····· হঠাৎ, মঞ্চের নায়িকা 'কার্টেন' পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই যে ধরাশায়িনী হ'লেন, আর উঠলেন না। বহু পুরাতন 'কলিক্' বেদনাটা সময় বুঝেই যেন চেপে ধরল। ম্যানেজারের মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। উপায় নেই। অগত্যা ম্যানেজার 'সখীসঙ্ঘ' থেকে একটি মেয়েকে ধরে নায়িকার বাকী অংশটুকু অভিনয় করবার জন্যে নামিয়ে দিলেন। মেয়েটির আসল নাম—"কুম্‌কুম্", ষ্টেজে কিন্তু, 'কমল' বলেই পরিচিত। বেচারা অতবড় পার্ট ক'রে নি কখনও। ষ্টেজে নেমে ঘাবড়ে গেল। সেই দৃশ্যে যাত্রীকে হত্যা করার কথা—বেচারা ভুল ক'রে পুরোহিতকেই হত্যা করে বস্‌ল।

Curtain! Curtain!

ম্যানেজারের মাথা ঘুরে গেল। জগদীশপ্রসাদও অবাক হয়ে গেলেন।

কিন্তু, দর্শকবৃন্দের করতালিধ্বনিতে প্রেক্ষাগার উঠল কেঁপে। ধন-সাম্যবাদের হাওয়া তখন দেশে প্রবলভাবে বইছে। দর্শক ভাবলে, নাট্যকার দেবতার বিলাস মন্দিরের পুরোহিতকে সৃষ্টি করেছেন ধনবাদীর প্রতীকরূপে। তাই, পুরোহিতের পতন, লাভ করল দর্শক-সমাজের পূর্ণ সমর্থন। নাট্যকারের উদ্দেশ্যে বর্ষিত হ'ল প্রশংসার পুষ্পমাল্য।

কুম্‌কুমের ভুলের ফলে নাট্যজগতে ঘটল এক বিপর্য্যয়। নাট্যকার জগদীশপ্রসাদ পেলেন অজস্র প্রশংসা—এমন একটা যুগ-সমস্যামূলক নাটক প্রযোজনার জন্যে রঙ্গালয় পেল দর্শকের পূর্ণ সমর্থন ও সহানুভূতি।·····ম্যানেজারের মুখে কুম্‌কুমের প্রশংসা আর ধরে না।·····

ম্যানেজারের কাছ থেকে 'পার্শ' নিয়ে পরের দিন বুড়ো বাপকে নিয়ে কুম্‌কুম্ এল তার অভিনয় দেখাতে। অভিনয় সুরু হয়েছে—হঠাৎ, বুড়ো সূর্য্যশঙ্কর "আমার বই", "আমার বই চুরি করেছে" বলে চীৎকার করে উঠল। হৈ হৈ ক'রে গার্ডের দল ছুটে এসে পাগল ব'লে বুড়োকে অডিটোরিয়ম থেকে বের ক'রে দিলে। অভিনয়রতা কুম্‌কুমও ষ্টেজ থেকে নেমে বাপের সঙ্গে বেরিয়ে গেল। থিয়েটারে বেধে গেল কুরুক্ষেত্র কাণ্ড।

অতীতের ছোট একটু ইতিহাস—করুণ, মর্ম্মন্তুদ। ঘটনাস্থল—বেনারস। সূর্য্যশঙ্কর নামে বাস করতেন একটি সরল, বন্ধুবৎসল, অমায়িক ভদ্রলোক। ছোট্ট তাঁর সংসার—পতিপ্রাণা স্ত্রী আর ফুলের মত একটি মেয়ে —কুম্‌কুম্। দেশসেবাই ছিল তাঁর জীবনের ব্রত। শ্রমিক ছিল তাঁর প্রাণ। "শ্রমিক সাহায্য ভাণ্ডার" নামে এক 'ফণ্ড' খুলে লাখ টাকা তিনি তুলেছিলেন। তার মধ্যে, পঞ্চাশ

হাজার টাকা ছিল তাঁর নিজের দান।
সারা জীবনে যা কিছু সঞ্চয়
ক'রেছিলেন — নিজেকে,

নিজের স্ত্রী-কন্যাকে বঞ্চিত ক'রে সেই টাকা তিনি দান করেছিলেন ঐ 'ফণ্ডে'। সেই একলক্ষ টাকায় শ্রমিকদের কিছু কর্‌বার ব্যবস্থা করার আগেই কোনও কারণে তাঁকে রাজদ্বারে অতিথি হ'তে হয় Political Suspectরূপে। জেলে যাবার আগে তিনি তাঁর আশ্রিত ও দরিদ্র বন্ধু জগন্নাথের হাতে সেই টাকার দরুণ ব্যাঙ্কের চেক-বই, কাগজ-পত্র ও তাঁর লেখা নাটক "মহাক্ষুধার" পাণ্ডুলিপি এবং তাঁর স্ত্রী ও শিশু-কন্যার ভার দিয়ে যান।

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর কেটে যায় জেলে। হঠাৎ, জেলে বসে একদিন তিনি সংবাদ পান, তাঁর স্ত্রী মৃত্যু-শয্যায়। জেল থেকে পালিয়ে, যখন তিনি ঘরে ফিরলেন, তখন তাঁর স্ত্রী আর নেই। তাঁরই মৃতদেহের বুকে আছড়ে পড়ে তাঁর কন্যা কুমকুম্ তখন কাঁদছে।

.....তারপর, পলাতক বন্ধু জগন্নাথের খোঁজে ফেরারী আসামী সূর্য্যশঙ্কর তাঁর কন্যার হাত ধরে জনারণ্যের মাঝে গেলেন হারিয়ে।.....এই গেল অতীতের ইতিহাস।

আজ সূর্য্যশঙ্কর বুঝলেন—বন্ধু জগন্নাথ কোথায়! কলিকাতা সহরের বিখ্যাত ধনী ও ধন-সাম্যবাদী নেতা লোকপূজ্য জগদীশপ্রসাদ কে?

সূর্য্যশঙ্কর ঠিকানা খুঁজে জগদীশপ্রসাদের সামনে গিয়ে হাজির হ'লেন। জগদীশপ্রসাদ তাঁকে দেখে ভয় পেলেও আমল দিলে না। উপরন্তু, ফেরারী আসামী ব'লে তাঁকে

পুলিশে ধরিয়ে দেবার ভয় দেখালে। জেলে গেলে মেয়ের কি হ'বে, এই ভেবে সূর্য্যশঙ্করও আইনের আশ্রয় নিতে পারলেন না। ধনী জগদীশপ্রসাদ দরিদ্র সূর্য্যশঙ্করের এই দুর্ব্বলতার সুযোগ পেয়ে বসল। সূর্য্যশঙ্করকে তাঁর বস্তির সঙ্কীর্ণ ঘরে ফিরে আসতে হ'ল ভারাক্রান্ত মন নিয়ে—বন্ধু জগদীশ তথা জগন্নাথের সন্ধান পেয়েও। জগদীশপ্রসাদ মনে মনে আত্মপ্রসাদের হাসি হাসল।

কিন্তু, অলক্ষ্যে বিধাতার হাসি কেউ দেখল না।

জগদীশপ্রসাদের নৈথিক পৃষ্ঠপোষকতায় একটি 'যুব-সঙ্ঘ' প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছিল। তার সভাপতি ছিলেন স্বয়ং জগদীশপ্রসাদ ও সম্পাদক ছিল জগদীশপ্রসাদের একমাত্র পুত্র চন্দন চৌধুরীর বন্ধু সাম্যবাদী তরুণ নেতা প্রদীপ।

এই সঙ্ঘের উদ্দেশ্য ছিল, দীন-দরিদ্র-দুঃখীর দুঃখ-ব্যথা অপনোদনের চেষ্টা করা। এই সঙ্ঘের সহ-সভাপতি চন্দন ছিল প্রদীপের ডান হাত। দুজনে একদিন বস্তিতে গেল, তা'দের জীবনযাপনের ধারার সঙ্গে পরিচিত হ'তে। বস্তির নৃত্যরতা মেয়ে কুমকুম্ যেন একটা বিস্ময়—একটা রহস্য। চন্দন হারিয়ে গেল কুমকুমের মনের আড়ালে।.....

ঘটনাটা সকলের অজ্ঞাত থাকলেও, পত্রিকা-রিপোর্টারদের শ্যেনদৃষ্টি এড়াল না। পরদিনের সংবাদপত্রে বেরোল সালঙ্কারে। জগদীশপ্রসাদ সংবাদটা পড়ে রাগে অগ্নিশর্ম্মা হ'য়ে উঠলেন। একটা বিহিতই তিনি করতে চাইছিলেন। কিন্তু, স্যার কাম্‌তাপ্রসাদ, মেয়র, কর্ণেল রামনারায়ণ প্রভৃতি দেশের স্বনামধন্য ব্যক্তিদের সমর্থন ও প্রশংসা

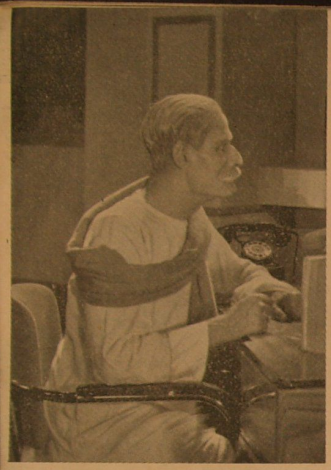

তাঁকে বিভ্রান্ত ক'রে দিলে। সকলেই বলতে লাগলেন, "একমাত্র পুত্রের সঙ্গে বস্তির ভিকিরীর মেয়ের বিবাহের ব্যবস্থা ক'রে জগদীশপ্রসাদ যে সমাজ সংস্কারের পথ দেখালেন তা, সমাজের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে!" হঠাৎ অযাচিতভাবে এই প্রশংসালাভ করে, জগদীশপ্রসাদ ভাবলেন, 'মন্দ কি'। প্রদীপকে ডাকিয়ে তিনি সলা-পরামর্শ করলেন। ওদিকে চন্দনও বন্ধু প্রদীপের কাছে তার মন ব্যক্ত ক'রে বসে আছে—ঐ ভিকিরীর মেয়ে কুম্‌কুমকেই সে বিয়ে করবে।' জগদীশপ্রসাদ এক ঢিলে দুই পাখী মারবার ব্যবস্থা করলেন। লোকে জানবে ভিকিরীর মেয়ে অথচ সত্যি সত্যি ভিকিরীর মেয়ে না হয়। প্রদীপ একটি মেয়ের কথা বল্‌লে—সে নাকি তারই আত্মীয়া সম্পর্কে ভগ্নী। জগদীশ-প্রসাদ যেন অন্ধকারে আলো দেখলেন। স্থির হল, সেই মেয়েকেই প্রদীপ দেখাবে—বস্তির একটা ঘরে। অর্থাৎ বস্তির লোকদের জীবন-যাত্রার সঙ্গে পরিচিত হ'তে প্রদীপ নিজে বস্তির "পঞ্চ পাণ্ডব"দের সঙ্গে যে ঘরে সাময়িকভাবে বাস করছে, সেই ঘরে। লোকে জানবে বস্তির মেয়ে অথচ আসলে সে মেয়ে প্রদীপের আত্মীয়া—সম্ভ্রান্তবংশীয়া—জগদীশপ্রসাদ এইভাবে বংশ-মর্য্যাদা বজায় ও সঙ্গে সঙ্গে সমাজসংস্কারক সেজে লোকের চোখে ধুলো দিয়ে প্রশংসা আদায় করবার পথ খুঁজে পেয়ে মনে মনে আত্মপ্রসাদের হাসি হাসলেন।

কিন্তু, প্রদীপ চালে জগদীশপ্রসাদকেও মাৎ করলে। বন্ধু চন্দনের ইচ্ছে, কুম্‌কুমকে বিয়ে করে। কুম্‌কুমের বাবা সূর্য্যশঙ্করের মত নিয়ে প্রদীপ কুম্‌কুম্‌কেই ঘষে-মেজে নিজের বোন বলে জগদীশপ্রসাদকে দেখালে। যে বন্ধু জগন্নাথ ওরফে জগদীশপ্রসাদ তাঁর এত বড় সর্ব্বনাশ ক'রছে, চন্দন তারই একমাত্র পুত্র জেনেও, সূর্য্যশঙ্কর মেয়েকে তারই হাতে সমর্পণ করতে রাজী হলেন, শুধু প্রতিশোধ নেবার জন্যে। কুম্‌কুম্‌ নিজেই রাজী হ'ল—সে বল্‌লে—"বৌ সেজেই আমি ওদের ঘরে ঢুকবো। তারপর, গরীবের রক্ত শুষে ঐ যে ওদের অত টাকা, অত ঐশ্বর্য্য, সব লুটে আবার আমি গরীবকেই বিলিয়ে দেব।"

অবিচারে, অত্যাচারে সূর্য্যশঙ্কর তখন প্রতিহিংসাপরায়ণ। প্রতিহিংসা ছাড়াও কুম্‌কুমের নারী-জীবনের আর একটা দিক আছে, সেটা তখন তিনি ভুলে গেলেন। এমনি ভুলই মানুষ ক'রে—এই ভুল ত্রুটি নিয়েই মানুষ—মানুষ।

চন্দন-কুম্‌কুমের বিয়ে হ'ল।

.....এই বিয়ে উপলক্ষে আর একটি নারী কাহিনীর মাঝে এসে ভিড় করে দাঁড়াল। সে শিপ্রা—অতীতে চন্দন আর তার মাঝে নাকি ঘনিষ্ঠ সম্প্রীতি গড়ে উঠেছিল।.....

কুম্‌কুম্‌ নিজে জান্‌ত, "এ বিয়ে বিয়ে নয়, বিয়ের অভিনয়।" যে উদ্দেশ্য নিয়ে সে বিয়ে করেছিল, তাই সফল করবার জন্যে সে হ'য়ে উঠল বদ্ধ-পরিকর। বাপের লেখা নাটক "মহাক্ষুধা"র পাণ্ডুলিপি সে জগদীশপ্রসাদের আলমারী থেকে চুরি করলে—নিজের অলঙ্কার আর যা কিছু মূল্যবান জিনিষ সে হাতের কাছে পেল, সব চুরি করে সে গরীবদের দিল বিলিয়ে। সবই জানল চন্দন। কিন্তু,

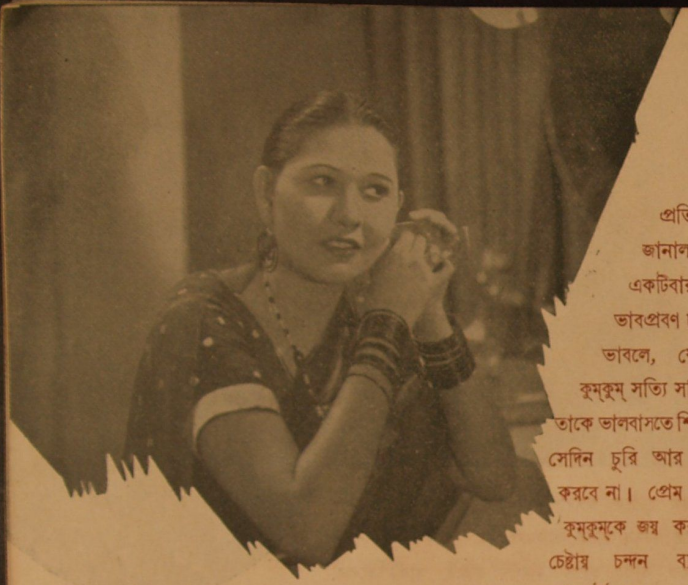

প্রতিবাদ জানাল না একটিবারও। ভাবপ্রবণ চন্দন ভাবলে, যেদিন কুম্‌কুম্ সত্যি সত্যিই তাকে ভালবাসতে শিখবে সেদিন চুরি আর সে করবে না। প্রেম দিয়ে কুম্‌কুম্‌কে জয় করবার চেষ্টায় চন্দন ব্যাকুল হ'য়ে উঠল।

সবই জান্‌ত চন্দন—উপরন্তু, কুম্‌কুম্ প্রদীপকে বিশ্বাস ক'রে যা বল্‌ত, প্রদীপ সে সবই বল্‌ত চন্দনকে। ফলে, চন্দনের কিছুই অজ্ঞাত থাকত না।

রাত্রে অতি নিভৃতে কুম্‌কুম্ সাক্ষাত কর্‌ত প্রদীপের সঙ্গে।·····

·····তারপর!·····

এক স্মরণীয় রাত্রির ঘটনা।·····

স্বামীর প্রেম, মায়া-মমতা কুম্‌কুমের মনের ধারায় এনে দিয়েছিল একটা পরিবর্ত্তন। গোপনে মনের নিভৃততম প্রদেশে নিজেরই অজ্ঞাতে সেই প্রেমের কিশলয় হ'য়ে উঠেছিল মঞ্জরিত।

স্ত্রী হ'য়ে স্ত্রী'র পাওনার ওপর অনুরাগ ছিল না তার এতটুকু। প্রতিহিংসাই ছিল তার মুখ্য। কিন্তু চন্দনের প্রতি শিপ্রার মমতা তাকে সচকিত ক'রে তুল্‌ল। স্ত্রীরূপে তার পাওনা হ'তে বঞ্চিত হ'বার সম্ভাবনায় সে হ'য়ে উঠল সজাগ। নারী জীবনের সার্থকতার মাঝে প্রতিহিংসা গেল হারিয়ে।

গোপনে একদিন কুম্‌কুম্ গেল তার বাপের কাছে। বাপের স্নেহ-ধারায় সে নিজেকে হারিয়ে ফেল্‌ল। বুড়ো বাপ সূর্য্যশঙ্কর সবই বুঝলেন। আরও বুঝলেন, তাঁর প্রতি

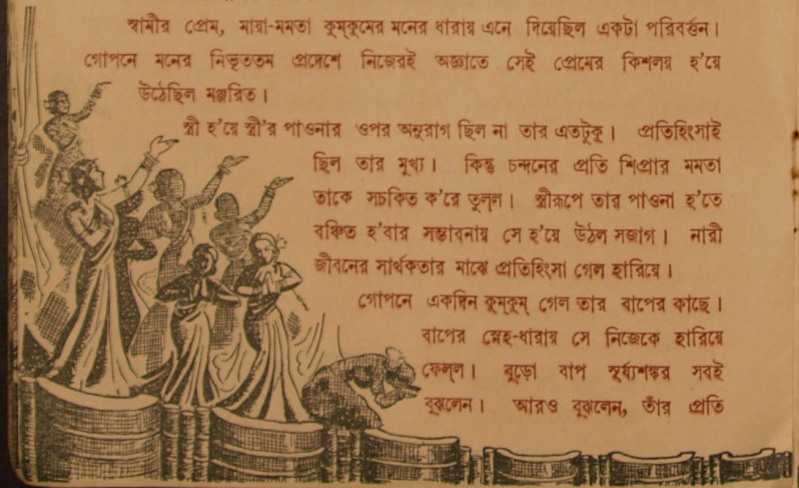

অসীম মমতাই মেয়ের মনে এনেছে বিপর্য্যয়। স্বামীর ঘরে সে হয়ত সুখেই কাটাতে পারে তার নারী জীবন; কিন্তু, বুড়ো বাপের প্রতি স্নেহ-মমতাই তাকে পেছন থেকে টানে। ব্যাপার বুঝে, তিনি স্থির কর্‌লেন দূরে সরে যেতে।···

তারপর এ'ল সেই স্মরণীয় রাত্রি।·····

সূর্য্যশঙ্করকে নিয়ে প্রদীপ এল এক পার্কে পূর্ব্ব-ব্যবস্থা মত। গোপনে স্বামীকে লুকিয়ে কুম্‌কুম্ এল বাপের সঙ্গে দেখা করতে। চন্দনও ছায়ার মত কর্‌লে তার অনুসরণ।·····

বুড়ো বাপ মেয়েকে দেখে যখন চ'লে গেলেন, তখন প্রদীপ কুম্‌কুম্‌কে জানালে —"বাপের সঙ্গে এই তার শেষ দেখা।" কুম্‌কুম্ লুটিয়ে পড়ল—প্রদীপ তাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করল। চন্দন দেখল—মন তার উঠল বিষিয়ে। বন্ধুত্ব প্রেম সব ভেসে গেল। মন তার ভরে উঠল কুৎসিত সন্দেহে·····কুম্‌কুম্ গেল তাকে বোঝাতে, কিন্তু, কে বুঝবে তখন!

তারপর?·····নাটক! অভিনয়! জীবন-নাট্যের অভিনয়! অতীতের মর্ম্মন্তুদ কাহিনীর পুনরাভিনয়।·····দৃশ্যের পর দৃশ্য·····দেবতা, মানুষ, শয়তান····· মঞ্চের ওপর এল', গেল·····

দেশের, জাতির মহাক্ষুধায় একটি নারী দিলে মহাভিক্ষা!·····মহাক্ষুধায় মহাভিক্ষা!

কিন্তু, কুম্‌কুম্?

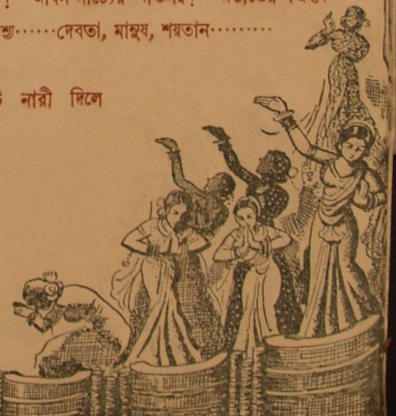

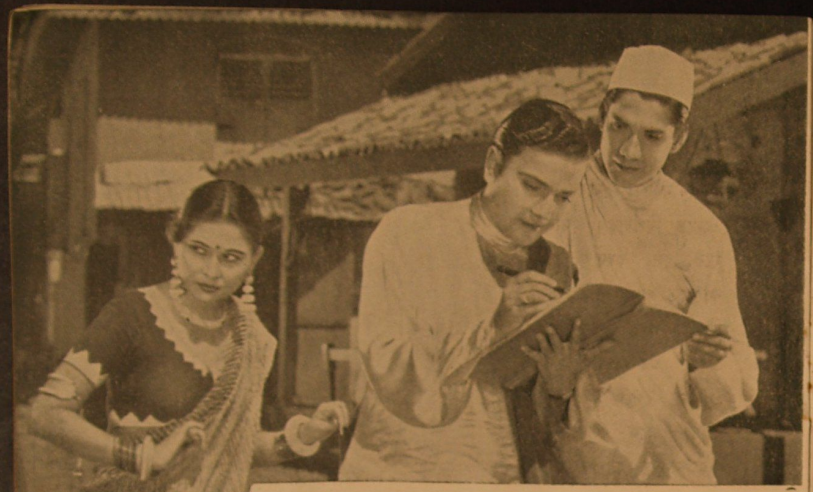

সঙ্গীতাংশ

(১)

যাত্রী ঃ পাষাণ-পূজায় ওঠে দেবতার জয়গান
মানুষের মাঝে কাঁদে ক্ষুধাতুর ভগবান।
পাষাণের বেদীতলে বিলাসের দীপ জ্ব'লে
মাটির দেবতা মরে আঁধারেতে পলে পলে,
পাষাণ লভিছে পূজা, নারায়ণ অপমান।

(২)

কুম্‌কুম্‌ ঃ যারে সব দিয়া
তনুমন হিয়া'
হিয়া যার ফিরে পাই,
আমি, তারি লাগি গান গাই।
আঁখি যার তরে
মেঘ হয়ে ঝরে
মন কহে 'যারে' চাই ;
তারি লাগি গান গাই।
মনের আড়ালে
আসে যায় চলে,
ধরি না ধরিতে পাই,

চোখে চোখে বলে
কথা কত ছলে
মনে যার 'মন' নাই,
তারই লাগি গান গাই॥

---

(৩)

কুম্‌কুম্‌ ও "পঞ্চ-পাণ্ডব" ঃ

খাও দাও নৃত্য করো মনের আনন্দে
জীবন-খেয়া চালাও বেয়ে দুনিয়ারই ছন্দে।
কালের কথা কাজ কি ভেবে,
হ'বার যা' তা' হ'বেই হবে,—
জীবন মিলাও এই দুনিয়ার রূপ-রসে আর গন্ধে॥

মনের ধরম রয় না মনে,
পুঁথির পাতায় রয়,
মানুষ মেরে গাইছে পুঁথি,—
"জয় মানুষের জয়"—!
ভাঙ্‌বো মোরা বাহির বাঁধন,
মান্‌বো শুধু মনের শাসন—
পুঁথির বিধির চিতায় তোরা দে রে আগুন দে ॥

(৪)

কুম্‌কুম্ ও কোরাস্ঃ

মোদের ঘর
ওরে ভাই এই ত মোদের ঘর,
পথের বাউল আপন মোদের
আর যে সবাই পর।
বাহির-পথে মাটি-মা আজ
ডাক দিয়েছে যারে,
তাদের ও ঘর আকাশ-পাখী
বাঁধতে কি ভাই পারে,
শিকল-কাটা পাখী ফিরে
আপন বিজন ঘর ॥
না-মরে আজ বাঁচে যারা,
মাটি মায়ের ডাক ভুলে ভাই
বেঁচে সবাই মর্‌ছে তারা,

পরকে ডাকে আপন বলে, আপন ক'রে পর।
মোদের ঘর—ওরে ভাই এই ত মোদের ঘর ॥

(৫)

কুম্‌কুম্ ও চন্দনঃ

জাগে চাঁদ আমার বাতায়নে,
দূর গগনে ;
জাগো চাঁদ আমার এ তনু-মনে
মধু-লগনে।
মোর চাঁদের লাগি'
রহে কুমুদী জাগি'—
যেন আঁখি ভরা প্রেম তার সোণার রেণু,
সেথা মোর চাঁদ সুরভির বাজায় বেণু।
ওগো চাঁদ আমার !
ওগো বন্ধু আমার,
কথা কও কথা কও,
কুমুদীর মধুমালা
তুলে নাও, তুলে নাও।
ওগো চাঁদ আমার কথা কও—
তোমার মাঝারে কুসুমিত তুমি
সুরভি হইয়া রও—
চাঁদ হ'য়ে জাগি আমার গগনে
আলোক বিলায়ে দাও,
পুলক বিলায়ে দাও,
বিলায়ে দাও ॥

(৬)

কুম্‌কুম্ঃ

জাগ্‌রে তোরা ভাই
তোরা জাগ—তোরা জাগ—জাগ—জাগ—
সারা ভুবন জাগ্‌ল তোদের
ঘুমের কি শেষ নাই ?
ঘুমায় যারা মরবে তারা
কপালে তার ছাই।
জাগ্‌রে তোরা ভাই !

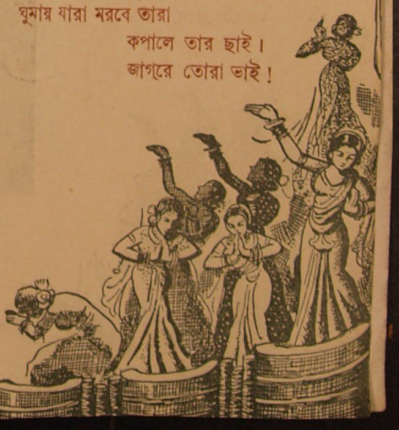

জনৈক শ্রমিক

এই ঘায়েতে পাথর ভাঙ্গি
গুঁড়িয়ে করি ধূলি,
পাথর-চাপা কপাল আমার
সাধ্য যে নাই খুলি'।

জনৈক বৃদ্ধকৃষক

কাঠ কেটে মোর জীবন কাটে
ডুব্‌ল তারা পারের ঘাটে—
আমি চালাই কাঠে করাত
করাত আমায় সদাই কাটে।

জনৈক বৃদ্ধানারী

ধাতা যেদিন গড়্‌ল ধরা
গড়্‌ল সবায় এক সমান,

বৃদ্ধ-শ্রমিক

আজ কেন তার অপর ধারা
কেউ দীন, কেউ অর্থবান ?
হায় ভগবান! কেন ভগবান ?

কুম্‌কুম্‌

পাথর-চাপা নয় তো কপাল
নিজেই আমি চাপাই পাথর,
থাক্‌লে সাহস ভিক্ষে যেচেও
ভিখারী পায় রাজার আসর।

১ম ঃ চল্‌রে তোরা চ'ল—
২য় ঃ সর্ব্বহারার দল!
৩য় ঃ বাধার-বাঁধন মাড়িয়ে পায়ে
সাম্‌নে ছুটে চল্‌!

কুম্‌কুম্‌

এগিয়ে চলার গান,
আয়রে সবাই গাই—
জাগরে তোরা ভাই!

শ্রীফণীন্দ্র পাল কর্ত্তৃক সম্পাদিত
১৮নং বৃন্দাবন বসাক ষ্ট্রীটস্থ ইষ্টার্ণ টাইপ ফাউণ্ডারী এণ্ড ওরিয়েণ্টাল প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্‌ লিঃ হইতে শ্রীবীরেন্দ্রনাথ দে (বি, এস্‌-সি) কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

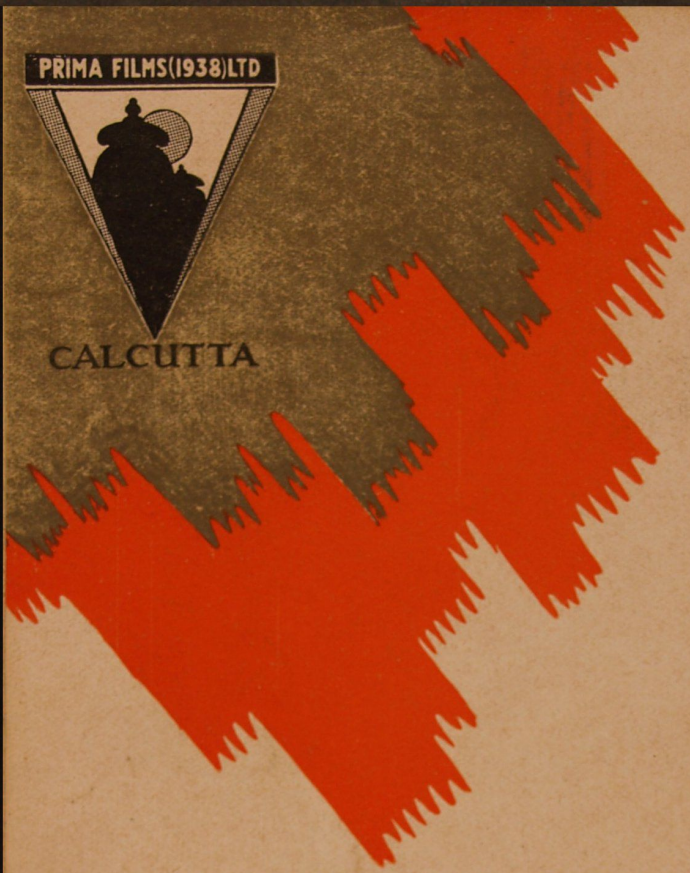

1940

PRIMA FILMS(1938)LTD

CALCUTTA

প্রাইমা ফিল্মস্ কর্ত্তৃক
এই পুস্তিকাখানির
সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রাইমা ফিল্মসের
প্রচার - শিল্পী
শ্রীফণীন্দ্র পাল
কর্ত্তৃক সম্পাদিত

Engraved & Printed by The Imperial Art Cottage, Cal

Released 10-2-1940
শ্রেষ্ঠাংশে
সাধনা
বোস
কুমকুম
সাগর মুভিটোনের
প্রথম বাঙলা ছবি

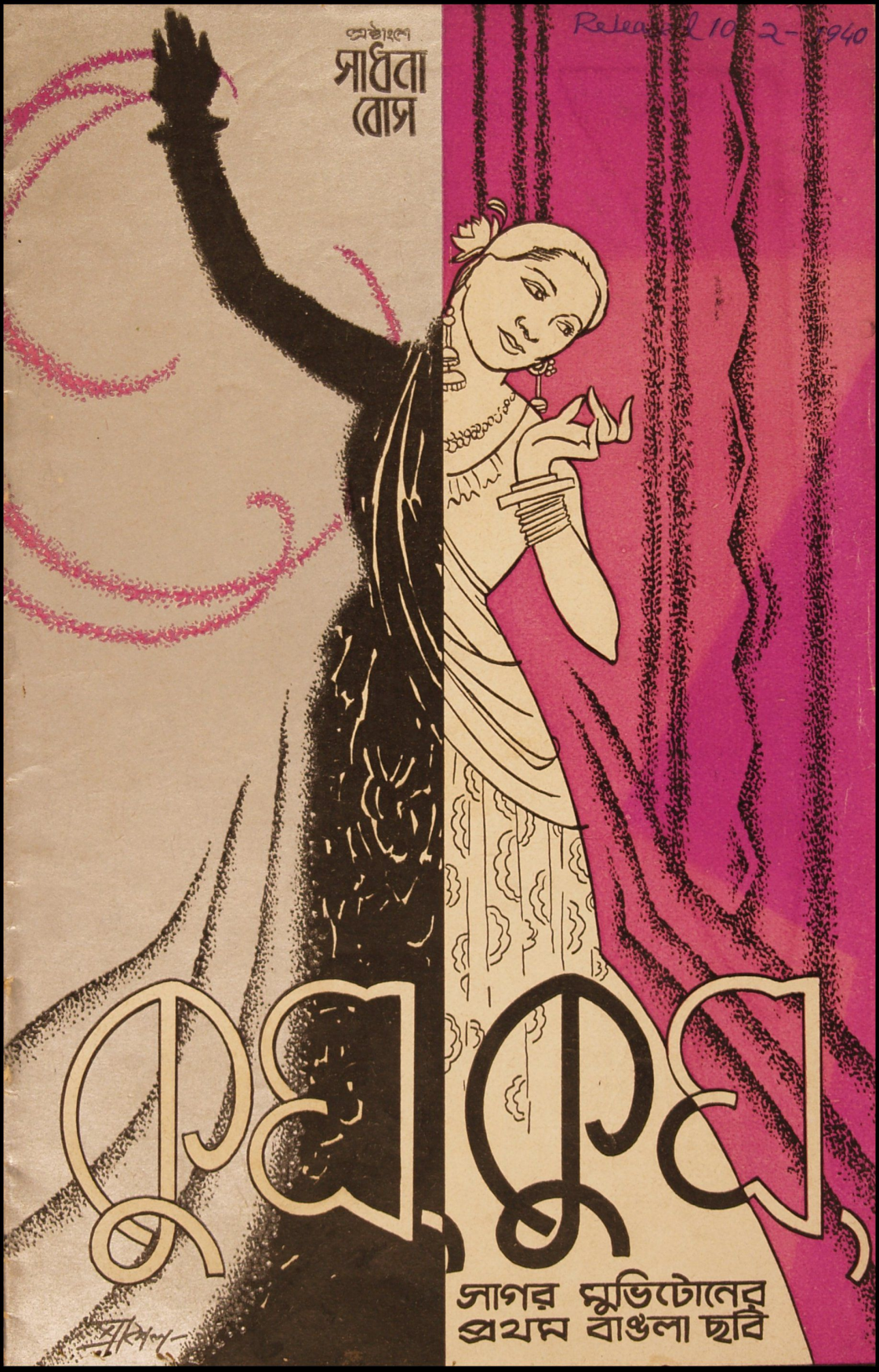

সাগর মুভিটোনের

বাঙলা ছবি

ঝুম্‌ঝুম্‌

পরিচালক

মধু বোস

কাহিনী

মন্মথ রায়

সুরশিল্পী

তিমিরবরণ

সোল ডিষ্ট্রিবিউটার্স

প্রাইমা ফিল্মস্ (১৯৩৮) লিঃ

কাহিনী
মন্মথ রায়
পরিচালনা
মধু বোস
আলোকচিত্র
জয়গোপাল পিলাই
শব্দ-নিয়ন্ত্রণ
শান্তিস্ প্যাটেল
সুরশিল্পী
তিমিরবরণ
নৃত্য-পরিকল্পনা
সাধনা বোস

দৃশ্য-পরিকল্পনা—সুধাংশু চৌধুরী
পরিস্ফুটন—গঙ্গাধর নার্ভেকার ও প্রাণজীবন সুকলা
গীতিকার—হেমন্ত গুপ্ত
সম্পাদনা—গোবিন্দ্ বনভালী

সহকারী

পরিচালনায়—হেমন্ত গুপ্ত
আলোকচিত্রে—মিনু বিলিমোরিয়া
শব্দ-নিয়ন্ত্রণে—রুবিন

*

কারুশিল্পী—রোডা মিস্ত্রী
ধারাবাহী—অবনী মিত্র
রূপ-সজ্জাকর—কানাই মিত্র
স্থিরচিত্রশিল্পী—ঈশ্বরলাল

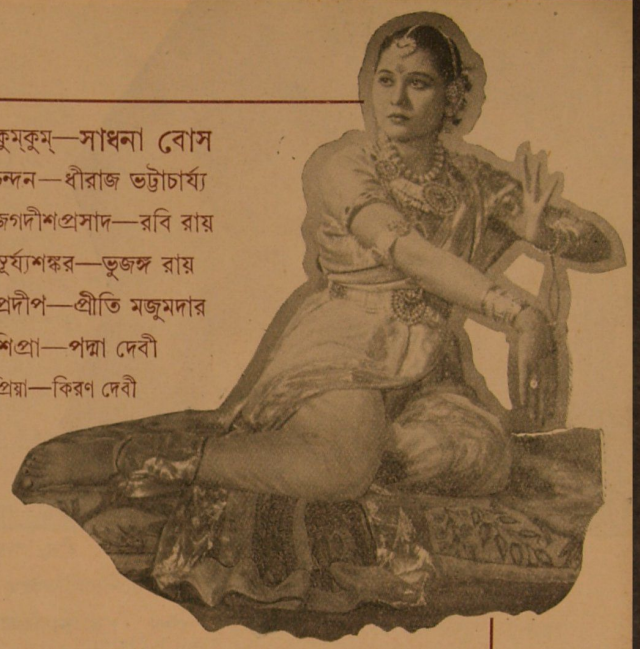

কুম্‌কুম্—**সাধনা বোস**
চন্দন—ধীরাজ ভট্টাচার্য্য
জগদীশপ্রসাদ—রবি রায়
সূর্য্যশঙ্কর—ভুজঙ্গ রায়
প্রদীপ—প্রীতি মজুমদার
শিপ্রা—পদ্মা দেবী
প্রিয়া—কিরণ দেবী

"পঞ্চ পাণ্ডব"—মণি চ্যাটার্জ্জি
শশধর চ্যাটার্জ্জি
যশোবন্ত আগাসী
ললিত রায়
সুশান্ত মজুমদার
শুক্লা—কুমারী বিনীত গুপ্তা
ষ্টেজ ডিরেক্টার—বেচু সিংহ
তিলোত্তমা—লাবণ্য দেবী
প্রাইভেট সেক্রেটারী—অবনী মিত্র

গল্পাংশ

"আজ আমাদের অন্ন নেই, বস্ত্র নেই, স্বাস্থ্য নেই, দেশে দুর্ভিক্ষ, মহামারী···।

·····দেশের, জাতির, আমাদের এই আর্ত্তনাদ, এই হাহাকার ধ্বনিত হ'ল যাত্রীর কণ্ঠে। নিরুদ্দেশের যাত্রী—সামনে তার সীমা-হীন, অন্তহীন পথ।·····

মঞ্চে চল্‌ছিল স্বনামধন্য ধনসাম্যবাদী নেতা ও সহরের প্রখ্যাতনামা ধনী জগদীশপ্রসাদের 'মহাক্ষুধা' নাটকের অভিনয়। দৃশ্যের পর দৃশ্য চলেছে—পূর্ণ প্রেক্ষাগারে দর্শকবৃন্দ সে অভিনয় দেখছে মুগ্ধ-বিস্ময়ে। সামনের আসনে স্বয়ং নাট্যকার জগদীশপ্রসাদ বসে আছেন। স্তাবক ও অনুগৃহীতের দল তার কর্ণকুহরে কূজন করছে প্রশংসার বাণী। গর্ব্বে জগদীশপ্রসাদের বুক হ'য়ে উঠছে স্ফীত।

ষ্টেজ-ম্যানেজারের মনটাও আজ প্রফুল্ল। এক বাড়ী লোক গম্ গম্ করছে।····· হঠাৎ, মঞ্চের নায়িকা 'কার্টেন' পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই যে ধরাশায়িনী হ'লেন, আর উঠলেন না। বহু পুরাতন 'কলিক্' বেদনাটা সময় বুঝেই যেন চেপে ধরল। ম্যানেজারের মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। উপায় নেই। অগত্যা ম্যানেজার 'সখীসঙ্ঘ' থেকে একটি মেয়েকে ধরে নায়িকার বাকী অংশটুকু অভিনয় করবার জন্যে নামিয়ে দিলেন। মেয়েটির আসল নাম—"কুম্‌কুম্", ষ্টেজে কিন্তু, 'কমল' বলেই পরিচিত। বেচারা অতবড় পার্ট ক'রে নি কখনও। ষ্টেজে নেমে ঘাবড়ে গেল। সেই দৃশ্যে যাত্রীকে হত্যা করার কথা—বেচারা ভুল ক'রে পুরোহিতকেই হত্যা করে বস্‌ল।

Curtain! Curtain!

ম্যানেজারের মাথা ঘুরে গেল। জগদীশপ্রসাদও অবাক হয়ে গেলেন।

কিন্তু, দর্শকবৃন্দের করতালিধ্বনিতে প্রেক্ষাগার উঠল কেঁপে। ধন-সাম্যবাদের হাওয়া তখন দেশে প্রবলভাবে বইছে। দর্শক ভাবলে, নাট্যকার দেবতার বিলাস মন্দিরের পুরোহিতকে সৃষ্টি করেছেন ধনবাদীর প্রতীকরূপে। তাই, পুরোহিতের পতন, লাভ করল দর্শক-সমাজের পূর্ণ সমর্থন। নাট্যকারের উদ্দেশ্যে বর্ষিত হ'ল প্রশংসার পুষ্পমাল্য।

কুম্‌কুমের ভুলের ফলে নাট্যজগতে ঘট্‌ল এক বিপর্য্যয়। নাট্যকার জগদীশপ্রসাদ পেলেন অজস্র প্রশংসা—এমন একটা যুগ-সমস্যামূলক নাটক প্রযোজনার জন্যে রঙ্গালয় পেল দর্শকের পূর্ণ সমর্থন ও সহানুভূতি।·····ম্যানেজারের মুখে কুম্‌কুমের প্রশংসা আর ধরে না।·····

ম্যানেজারের কাছ থেকে 'পাশ' নিয়ে পরের দিন বুড়ো বাপকে নিয়ে কুম্‌কুম্ এল তার অভিনয় দেখাতে। অভিনয় সুরু হয়েছে—হঠাৎ, বুড়ো সূর্য্যশঙ্কর "আমার বই", "আমার বই চুরি করেছে" বলে চীৎকার করে উঠল। হৈ হৈ ক'রে গার্ডের দল ছুটে এসে পাগল ব'লে বুড়োকে অডিটোরিয়ম থেকে বের ক'রে দিলে। অভিনয়রতা কুম্‌কুমও ষ্টেজ থেকে নেমে বাপের সঙ্গে বেরিয়ে গেল। থিয়েটারে বেধে গেল কুরুক্ষেত্র কাণ্ড।

অতীতের ছোট একটু ইতিহাস—করুণ, মর্ম্মন্তুদ। ঘটনাস্থল—বেনারস। সূর্য্যশঙ্কর নামে বাস করতেন একটি সরল, বন্ধুবৎসল, অমায়িক ভদ্রলোক। ছোট্ট তাঁর সংসার—পতিপ্রাণা স্ত্রী আর ফুলের মত একটি মেয়ে—কুম্‌কুম্। দেশসেবাই ছিল তাঁর জীবনের ব্রত। শ্রমিক ছিল তাঁর প্রাণ। "শ্রমিক সাহায্য ভাণ্ডার" নামে এক 'ফণ্ড' খুলে লাখ টাকা তিনি তুলেছিলেন। তার মধ্যে, পঞ্চাশ

হাজার টাকা ছিল তাঁর নিজের দান। সারা জীবনে যা কিছু সঞ্চয় ক'রেছিলেন — নিজেকে, নিজের স্ত্রী-কন্যাকে বঞ্চিত ক'রে সেই টাকা তিনি দান করেছিলেন ঐ 'ফণ্ডে'। সেই একলক্ষ টাকায় শ্রমিকদের কিছু কর্‌বার ব্যবস্থা করার আগেই কোনও কারণে তাঁকে রাজদ্বারে অতিথি হ'তে হয় Political Suspectরূপে। জেলে যাবার আগে তিনি তাঁর আশ্রিত ও দরিদ্র বন্ধু জগন্নাথের হাতে সেই টাকার দরুণ ব্যাঙ্কের চেক-বই, কাগজ-পত্র ও তাঁর লেখা নাটক "মহাক্ষুধার" পাণ্ডুলিপি এবং তাঁর স্ত্রী ও শিশু-কন্যার ভার দিয়ে যান।

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর কেটে যায় জেলে। হঠাৎ, জেলে বসে একদিন তিনি সংবাদ পান, তাঁর স্ত্রী মৃত্যু-শয্যায়। জেল থেকে পালিয়ে, যখন তিনি ঘরে ফিরলেন, তখন তাঁর স্ত্রী আর নেই। তাঁরই মৃতদেহের বুকে আছড়ে পড়ে তাঁর কন্যা কুম্‌কুম্ তখন কাঁদ্‌ছে।

……তারপর, পলাতক বন্ধু জগন্নাথের খোঁজে ফেরারী আসামী সূর্য্যশঙ্কর তাঁর কন্যার হাত ধরে জনারণ্যের মাঝে গেলেন হারিয়ে।……এই গেল অতীতের ইতিহাস।

আজ সূর্য্যশঙ্কর বুঝলেন—বন্ধু জগন্নাথ কোথায়! কলিকাতা সহরের বিখ্যাত ধনী ও ধন-সাম্যবাদী নেতা লোকপূজ্য জগদীশপ্রসাদ কে?

সূর্য্যশঙ্কর ঠিকানা খুঁজে জগদীশপ্রসাদের সামনে গিয়ে হাজির হ'লেন। জগদীশপ্রসাদ তাঁকে দেখে ভয় পেলেও আমল দিলে না। উপরন্তু, ফেরারী আসামী ব'লে তাঁকে

পুলিশে ধরিয়ে দেবার ভয় দেখালে। জেলে গেলে মেয়ের কি হ'বে, এই ভেবে সূর্য্যশঙ্করও আইনের আশ্রয় নিতে পারলেন না। ধনী জগদীশপ্রসাদ দরিদ্র সূর্য্যশঙ্করের এই দুর্ব্বলতার সুযোগ পেয়ে বসল। সূর্য্যশঙ্করকে তাঁর বস্তির সঙ্কীর্ণ ঘরে ফিরে আসতে হ'ল ভারাক্রান্ত মন নিয়ে—বন্ধু জগদীশ তথা জগন্নাথের সন্ধান পেয়েও। জগদীশপ্রসাদ মনে মনে আত্মপ্রসাদের হাসি হাসল।

কিন্তু, অলক্ষ্যে বিধাতার হাসি কেউ দেখল না।

জগদীশপ্রসাদের মৌখিক পৃষ্ঠপোষকতায় একটি 'যুব-সঙ্ঘ' প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছিল। তার সভাপতি ছিলেন স্বয়ং জগদীশপ্রসাদ ও সম্পাদক ছিল জগদীশপ্রসাদের একমাত্র পুত্র চন্দন চৌধুরীর বন্ধু সাম্যবাদী তরুণ নেতা প্রদীপ।

এই সঙ্ঘের উদ্দেশ্য ছিল, দীন-দরিদ্র-দুঃখীর দুঃখ-ব্যথা অপনোদনের চেষ্টা করা। এই সঙ্ঘের সহ-সভাপতি চন্দন ছিল প্রদীপের ডান হাত। দুজনে একদিন বস্তিতে গেল, তা'দের জীবনযাপনের ধারার সঙ্গে পরিচিত হ'তে। বস্তির নৃত্যরতা মেয়ে কুম্‌কুম্ যেন একটা বিস্ময়—একটা রহস্য। চন্দন হারিয়ে গেল কুম্‌কুমের মনের আড়ালে।………

ঘটনাটা সকলের অজ্ঞাত থাকলেও, পত্রিকা-রিপোর্টারদের শ্যেনদৃষ্টি এড়াল না। পরদিনের সংবাদপত্রে বেরোল সালঙ্কারে। জগদীশপ্রসাদ সংবাদটা পড়ে রাগে অগ্নিশর্ম্মা হ'য়ে উঠলেন। একটা বিহিতই তিনি করতে চাইছিলেন। কিন্তু, স্যার কাম্‌তাপ্রসাদ, মেয়র, কর্ণেল রামনারায়ণ প্রভৃতি দেশের স্বনামধন্য ব্যক্তিদের সমর্থন ও প্রশংসা

তাঁকে বিভ্রান্ত ক'রে দিলে। সকলেই বলতে লাগলেন, "একমাত্র পুত্রের সঙ্গে বস্তির ভিকিরীর মেয়ের বিবাহের ব্যবস্থা ক'রে জগদীশপ্রসাদ যে সমাজ সংস্কারের পথ দেখালেন তা, সমাজের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে!" হঠাৎ অযাচিতভাবে এই প্রশংসালাভ করে, জগদীশপ্রসাদ ভাবলেন, 'মন্দ কি'। প্রদীপকে ডাকিয়ে তিনি সলা-পরামর্শ করলেন। ওদিকে চন্দনও বন্ধু প্রদীপের কাছে তার মন ব্যক্ত ক'রে বসে আছে—ঐ ভিকিরীর মেয়ে কুম্‌কুমকেই সে বিয়ে করবে।' জগদীশপ্রসাদ এক ঢিলে দুই পাখী মারবার ব্যবস্থা করলেন। লোকে জানবে ভিকিরীর মেয়ে অথচ সত্যি সত্যি ভিকিরীর মেয়ে না হয়। প্রদীপ একটি মেয়ের কথা বল্‌লে—সে নাকি তারই আত্মীয়া সম্পর্কে ভগ্নী। জগদীশ-প্রসাদ যেন অন্ধকারে আলো দেখলেন। স্থির হল, সেই মেয়েকেই প্রদীপ দেখাবে—বস্তির একটা ঘরে। অর্থাৎ বস্তির লোকদের জীবন-যাত্রার সঙ্গে পরিচিত হ'তে প্রদীপ নিজে বস্তির "পঞ্চ পাণ্ডব"দের সঙ্গে যে ঘরে সাময়িকভাবে বাস করছে, সেই ঘরে। লোকে জান্‌বে বস্তির মেয়ে অথচ আসলে সে মেয়ে প্রদীপের আত্মীয়া—সম্ভ্রান্তবংশীয়া—জগদীশপ্রসাদ এইভাবে বংশ-মর্য্যাদা বজায় ও সঙ্গে সঙ্গে সমাজসংস্কারক সেজে লোকের চোখে ধুলো দিয়ে প্রশংসা আদায় করবার পথ খুঁজে পেয়ে মনে মনে আত্মপ্রসাদের হাসি হাসলেন।

কিন্তু, প্রদীপ চালে জগদীশপ্রসাদকেও মাৎ করলে। বন্ধু চন্দনের ইচ্ছে, কুম্‌কুমকে বিয়ে করে। কুম্‌কুমের বাবা সূর্য্যশঙ্করের মত নিয়ে প্রদীপ কুম্‌কুম্‌কেই ঘষে-মেজে নিজের বোন বলে জগদীশপ্রসাদকে দেখালে। যে বন্ধু জগন্নাথ ওরফে জগদীশপ্রসাদ তাঁর এত বড় সর্ব্বনাশ ক'রছে, চন্দন তারই একমাত্র পুত্র জেনেও, সূর্য্যশঙ্কর মেয়েকে তারই হাতে সমর্পণ করতে রাজী হলেন, শুধু প্রতিশোধ নেবার জন্যে। কুম্‌কুম্ নিজেই রাজী হ'ল—সে বল্‌লে—"বৌ সেজেই আমি ওদের ঘরে ঢুকবো। তারপর, গরীবের রক্ত শুষে ঐ যে ওদের অত টাকা, অত ঐশ্বর্য্য, সব লুটে আবার আমি গরীবকেই বিলিয়ে দেব।"

অবিচারে, অত্যাচারে সূর্য্যশঙ্কর তখন প্রতিহিংসাপরায়ণ। প্রতিহিংসা ছাড়াও কুম্‌কুমের নারী-জীবনের আর একটা দিক আছে, সেটা তখন তিনি ভুলে গেলেন। এমনি ভুলই মানুষ ক'রে—এই ভুল ত্রুটি নিয়েই মানুষ—মানুষ।

চন্দন-কুম্‌কুমের বিয়ে হ'ল।

.....এই বিয়ে উপলক্ষে আর একটি নারী কাহিনীর মাঝে এসে ভিড় করে দাঁড়াল। সে শিপ্রা—অতীতে চন্দন আর তার মাঝে নাকি ঘনিষ্ঠ সম্প্রীতি গড়ে উঠেছিল।.....

কুম্‌কুম্ নিজে জান্‌ত, "এ বিয়ে বিয়ে নয়, বিয়ের অভিনয়।" যে উদ্দেশ্য নিয়ে সে বিয়ে করেছিল, তাই সফল করবার জন্যে সে হ'য়ে উঠল বদ্ধ-পরিকর। বাপের লেখা নাটক "মহাক্ষুধা"র পাণ্ডুলিপি সে জগদীশপ্রসাদের আলমারী থেকে চুরি করলে—নিজের অলঙ্কার আর যা কিছু মূল্যবান জিনিষ সে হাতের কাছে পেল, সব চুরি করে সে গরীবদের দিল বিলিয়ে। সবই জানল চন্দন। কিন্তু,

প্রতিবাদ জানাল না একটিবারও। ভাবপ্রবণ চন্দন ভাবলে, যেদিন কুম্‌কুম্ সত্যি সত্যিই তাকে ভালবাসতে শিখবে সেদিন চুরি আর সে করবে না। প্রেম দিয়ে কুম্‌কুম্‌কে জয় করবার চেষ্টায় চন্দন ব্যাকুল হ'য়ে উঠল।

সবই জান্‌ত চন্দন—উপরন্তু, কুম্‌কুম্ প্রদীপকে বিশ্বাস ক'রে যা বল্‌ত, প্রদীপ সে সবই বল্‌ত চন্দনকে। ফলে, চন্দনের কিছুই অজ্ঞাত থাকত না।

রাত্রে অতি নিভৃতে কুম্‌কুম্ সাক্ষাত কর্‌ত প্রদীপের সঙ্গে।·····

·····তারপর!·····

এক স্মরণীয় রাত্রির ঘটনা।·····

স্বামীর প্রেম, মায়া-মমতা কুম্‌কুমের মনের ধারায় এনে দিয়েছিল একটা পরিবর্ত্তন। গোপনে মনের নিভৃততম প্রদেশে নিজেরই অজ্ঞাতে সেই প্রেমের কিশলয় হ'য়ে উঠেছিল মঞ্জরিত।

স্ত্রী হ'য়ে স্ত্রী'র পাওনার ওপর অনুরাগ ছিল না তার এতটুকু। প্রতিহিংসাই ছিল তার মুখ্য। কিন্তু চন্দনের প্রতি শিপ্রার মমতা তাকে সচকিত ক'রে তুল্‌ল। স্ত্রীরূপে তার পাওনা হ'তে বঞ্চিত হ'বার সম্ভাবনায় সে হ'য়ে উঠল সজাগ। নারী জীবনের সার্থকতার মাঝে প্রতিহিংসা গেল হারিয়ে।

গোপনে একদিন কুম্‌কুম্ গেল তার বাপের কাছে। বাপের স্নেহ-ধারায় সে নিজেকে হারিয়ে ফেল্‌ল। বুড়ো বাপ সূর্য্যশঙ্কর সবই বুঝলেন। আরও বুঝলেন, তাঁর প্রতি

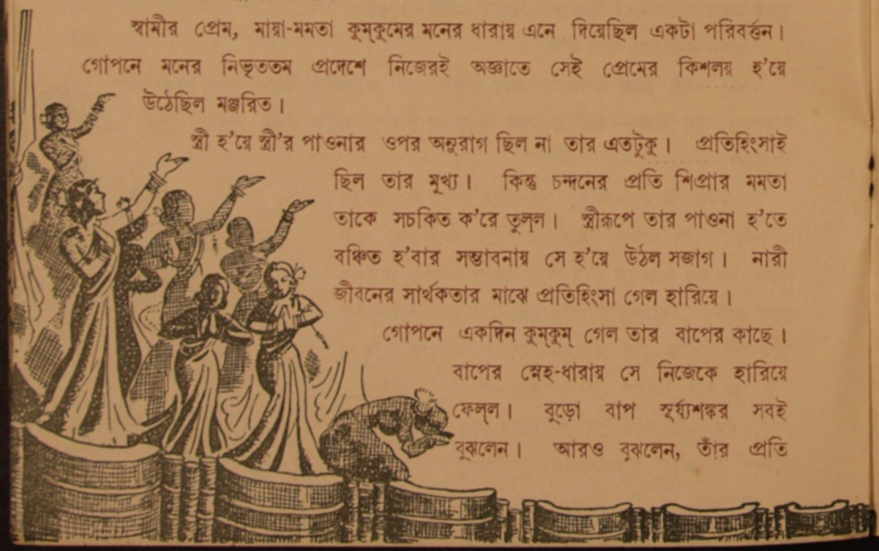

অসীম মমতাই মেয়ের মনে এনেছে বিপর্য্যয়। স্বামীর ঘরে সে হয়ত সুখেই কাটাতে পারে তার নারী জীবন; কিন্তু, বুড়ো বাপের প্রতি স্নেহ-মমতাই তাকে পেছন থেকে টানে। ব্যাপার বুঝে, তিনি স্থির কর্‌লেন দূরে সরে যেতে।···

তারপর এ'ল সেই স্মরণীয় রাত্রি।·····

সূর্য্যশঙ্করকে নিয়ে প্রদীপ এল এক পার্কে পূর্ব্ব-ব্যবস্থা মত। গোপনে স্বামীকে লুকিয়ে কুম্‌কুম্ এল বাপের সঙ্গে দেখা করতে। চন্দনও ছায়ার মত কর্‌লে তার অনুসরণ।·····

বুড়ো বাপ মেয়েকে দেখে যখন চ'লে গেলেন, তখন প্রদীপ কুম্‌কুম্‌কে জানালে —"বাপের সঙ্গে এই তার শেষ দেখা।" কুম্‌কুম্ লুটিয়ে পড়ল—প্রদীপ তাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করল। চন্দন দেখল—মন তার উঠল বিষিয়ে। বন্ধুত্ব প্রেম সব ভেসে গেল। মন তার ভরে উঠল কুৎসিত সন্দেহে·····কুম্‌কুম্ গেল তাকে বোঝাতে, কিন্তু, কে বুঝবে তখন!

তারপর?·····নাটক! অভিনয়! জীবন-নাট্যের অভিনয়! অতীতের মর্ম্মন্তুদ কাহিনীর পুনরাভিনয়।·····দৃশ্যের পর দৃশ্য·····দেবতা, মানুষ, শয়তান····· মঞ্চের ওপর এল', গেল·····

দেশের, জাতির মহাক্ষুধায় একটি নারী দিলে মহাভিক্ষা!·····মহাক্ষুধায় মহাভিক্ষা!

কিন্তু, কুম্‌কুম্?

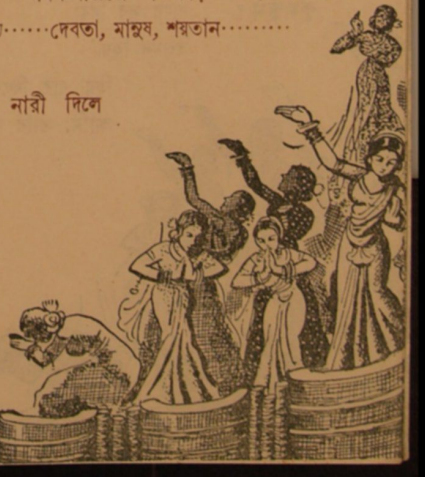

সঙ্গীতাংশ

(১)

যাত্রী ঃ পাষাণ-পূজায় ওঠে দেবতার জয়গান
মানুষের মাঝে কাঁদে ক্ষুধাতুর ভগবান।
পাষাণের বেদীতলে বিলাসের দীপ জ্ব'লে
মাটির দেবতা মরে আঁধারেতে পলে পলে,
পাষাণ লভিছে পূজা, নারায়ণ অপমান।

(২)

কুম্‌কুম্‌ ঃ যারে সব দিয়া
তনুমন হিয়া'
হিয়া যার ফিরে পাই,
আমি, তারি লাগি গান গাই।
আঁখি যার তরে
মেঘ হয়ে ঝরে
মন কহে 'যারে' চাই ;
তারি লাগি গান গাই।
মনের আড়ালে
আসে যায় চলে,
ধরি না ধরিতে পাই,

চোখে চোখে বলে
কথা কত ছলে
মনে যার 'মন' নাই,
তারই লাগি গান গাই॥

---

(৩)

কুম্‌কুম্‌ ও "পঞ্চ-পাণ্ডব" ঃ

খাও দাও নৃত্য করো মনের আনন্দে
জীবন-খেয়া চালাও বেয়ে দুনিয়ারই ছন্দে।
কালের কথা কাজ কি ভেবে,
হ'বার যা' তা' হ'বেই হবে,—
জীবন মিলাও এই দুনিয়ার রূপ-রসে আর গন্ধে॥

মনের ধরম রয় না মনে,
পুঁথির পাতায় রয়,
মানুষ মেরে গাইছে পুঁথি,—
"জয় মানুষের জয়"—!
ভাঙ্‌বো মোরা বাহির বাঁধন,
মানবো শুধু মনের শাসন—
পুঁথির বিধির চিতায় তোরা দে রে আগুন দে ॥

(৪)

কুম্‌কুম্ ও কোরাস্ঃ

মোদের ঘর
ওরে ভাই এই ত মোদের ঘর,
পথের বাউল আপন মোদের
আর যে সবাই পর।
বাহির-পথে মাটি-মা আজ
ডাক দিয়েছে যারে,
তাদের ও ঘর আকাশ-পাখী
বাঁধতে কি ভাই পারে,
শিকল-কাটা পাখী ফিরে
আপন বিজন ঘর ॥
না-মরে আজ বাঁচে যারা,
মাটি মায়ের ডাক ভুলে ভাই
বেঁচে সবাই মর্‌ছে তারা,

পরকে ডাকে আপন বলে, আপন ক'রে পর।
মোদের ঘর—ওরে ভাই এই ত মোদের ঘর ॥

---

(৫)

কুম্‌কুম্ ও চন্দনঃ

জাগে চাঁদ আমার বাতায়নে,
দূর গগনে ;
জাগো চাঁদ আমার এ তনু-মনে
মধু-লগনে।
মোর চাঁদের লাগি'
রহে কুমুদী জাগি'—
যেন আঁখি ভরা প্রেম তার সোণার রেণু,
সেথা মোর চাঁদ সুরভির বাজায় বেণু।
ওগো চাঁদ আমার !
ওগো বন্ধু আমার,
কথা কও কথা কও,
কুমুদীর মধুমালা
তুলে নাও, তুলে নাও।
ওগো চাঁদ আমার কথা কও—
তোমার মাঝারে কুসুমিত তুমি
সুরভি হইয়া রও—
চাঁদ হ'য়ে জাগি আমার গগনে
আলোক বিলায়ে দাও,
পুলক বিলায়ে দাও,
বিলায়ে দাও ॥

---

(৬)

কুমকুম্ঃ

জাগ্‌রে তোরা ভাই
তোরা জাগ—তোরা জাগ—জাগ—জাগ—
সারা ভুবন জাগল তোদের
ঘুমের কি শেষ নাই ?
ঘুমায় যারা মরবে তারা
কপালে তার ছাই।
জাগরে তোরা ভাই !

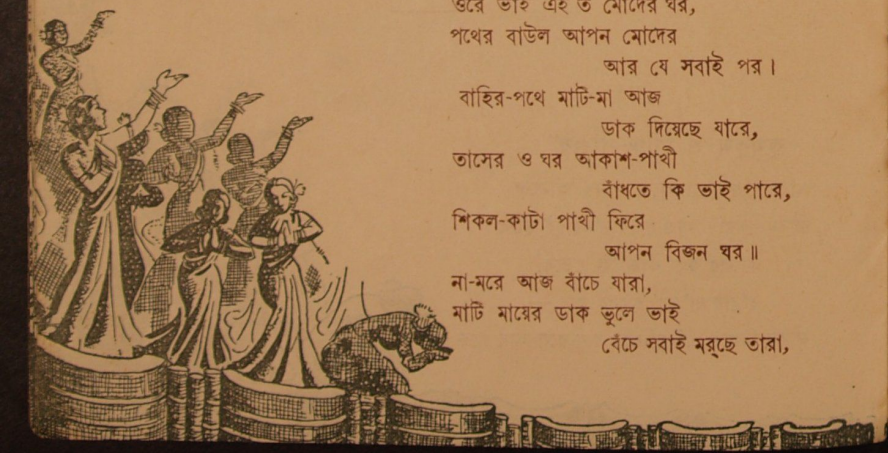

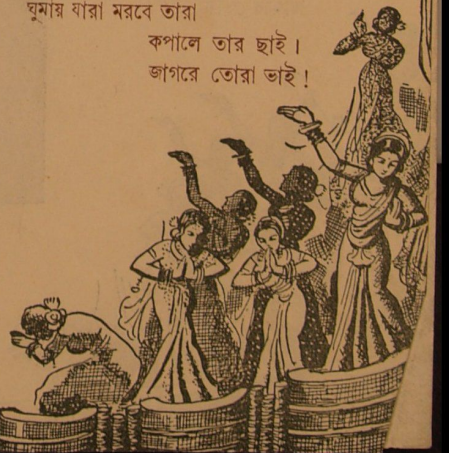

জনৈক শ্রমিক

এই ঘায়েতে পাথর ভাঙ্গি
গুঁড়িয়ে করি ধূলি,
পাথর-চাপা কপাল আমার
সাধ্য যে নাই খুলি'।

জনৈক বৃদ্ধকৃষক

কাঠ কেটে মোর জীবন কাটে
ডুব্‌ল তারা পারের ঘাটে—
আমি চালাই কাঠে করাত
করাত আমায় সদাই কাটে।

জনৈক বৃদ্ধানারী

ধাতা যেদিন গড়্‌ল ধরা
গড়্‌ল সবায় এক সমান,

বৃদ্ধ-শ্রমিক

আজ কেন তার অপর ধারা
কেউ দীন, কেউ অর্থবান ?
হায় ভগবান ! কেন ভগবান ?

কুমকুম্

পাথর-চাপা নয় তো কপাল
নিজেই আমি চাপাই পাথর,
থাক্‌লে সাহস ভিক্ষে যেচেও
ভিখারী পায় রাজার আসর।

১ম ঃ চল্‌রে তোরা চ'ল—
২য় ঃ সর্ব্বহারার দল !
৩য় ঃ বাধার-বাঁধন মাড়িয়ে পায়ে
সাম্‌নে ছুটে চল্ !

কুমকুম্

এগিয়ে চলার গান,
আয়রে সবাই গাই—
জাগরে তোরা ভাই !

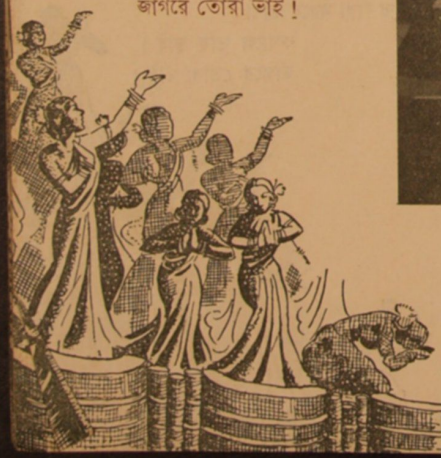

শ্রীফণীন্দ্র পাল কর্ত্তৃক সম্পাদিত
১৮নং বৃন্দাবন বসাক ষ্ট্রীটস্থ ইষ্টার্ণ টাইপ ফাউণ্ডারী এণ্ড ওরিয়েণ্টাল প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ লিঃ হইতে শ্রীবীরেন্দ্রনাথ দে (বি, এস্-সি) কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

PRIMA FILMS (1938) LTD

CALCUTTA

প্রাইমা ফিল্মস্‌ কর্ত্তৃক
এই পুস্তিকাখানির
সর্ব্বসত্ত্ব সংরক্ষিত

প্রাইমা ফিল্মসের
প্রচার - শিল্পী
শ্রীফণীন্দ্র পাল
কর্ত্তৃক সম্পাদিত

PRINTED AT THE E. T. F. & O. P. W. LTD.,
13, BRINDABUN BYSACK STREET, CALCUTTA.